মন্ট্রিয়লে মেলবাগ

জয় জয় মহিউদ্দিন

সালাম বীর চট্টলাবাসী, অভিবাদন তোমাদের

সদেরা সুজন

বেশ ক'দিন ধরে এই প্রবাসে চলছে আনন্দের বন্যা। এত আনন্দ, এত উচ্ছাস, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা আমাকে আপ্লুত করেছে। বিষয় চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচন আর সময়ের শ্রেষ্ঠ নায়ক মহিউদ্দিন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগের জয়-জয়কার কিংবা ২০০১ সালের বিএনপির অপ্রত্যাশিত অবিশ্বাস্য মহা জয়েও প্রবাসে এত আনন্দের বন্যা বইতে দেখিনি যা দেখলাম সদ্য সমাপ্ত চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচনে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের ঘরে ঘরে, প্রবাসী অধ্যুষিত এলাকা, গ্রোসারী ষ্টোর, ভিডিও কর্ণার, কফি হাউস কিংবা রেষ্টুরেন্টে চলছে বিরতীহীন আনন্দ উৎসব। যদিও নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পুর্বমুহূর্ত পর্যন্ত প্রবাসীদের মনে ছিলো শংকা-ভয় আর সন্দেহের সংশয়। কি হবে নির্বাচনে? এই সুদুর চট্টলার নির্বাচনে উত্তর আমেরিকার টেলিফোন কম্পানীগুলো হাজার হাজার ডলার বানিয়েছে, মহিউদ্দীন আর মীর নাসিরের সমর্থকরা ঘন্টার পর ঘন্টা টেলিফোনে দেশে আলাপ করেছেন, সার্বক্ষণিক জানতে চেয়েছেন নিজের পছন্দের প্রার্থীর খবর। এমনও দেখেছি যে ব্যক্তি এক ডলার দিয়ে একটি কফি কিনতে তিনবার ভাবেন সেই ব্যক্তিই চট্টগ্রামে ফোন করার জন্য ডজন ডজন ফোন কার্ড কিনে পকেটে রেখেছেন। আশ্চর্য হবার বিষয় দুই প্রার্থীর পক্ষেই উত্তর আমেরিকার বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোতে দেওয়া হয়েছে ভোট প্রার্থনা করে বিজ্ঞাপন, শুধু কি তাই প্রতি সাপ্তাহেই চলতো প্রার্থীর পক্ষে সভা। এ ভোট যেন চট্টগ্রামে নয়, এ ভোট মনে হয়েছিলো উত্তর আমেরিকার কোন স্থানে। আমরা দেখেছি প্রবাসেও মহিউদ্দিনের পাল্লা ছিলো বড্ড ভারী। অনেকেই কাজকর্ম বাদদিয়ে সারারাত জেগে হাজার হাজার প্রবাসীরা ভোটের সর্বশেষ খবর নিয়েছেন। উত্তর আমেরিকার গভীর রাতে যখন মহিউদ্দিনের জয়ের ফাইনেল খবর আসে তখন প্রবাসীর এত আনন্দ আর কোনদিন দেখিনি। এই নির্বাচন নিয়ে প্রবাসে চলছে বিরতীহীন আলোচনা তর্ক-বিতর্ক । ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি-জামাত জোটের অপ্রতিরোধ্য সংখ্যালঘু নির্যাতন, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমন, সারাদেশে খুন-ধর্ষণ-গ্রেনেড-বোমাবাজি-টেন্ডারবাজিসহ মৌলবাদির উত্থান এবং ক্রসফায়ারের নামে মানুষ হত্যাসহ দুর্নীতিতে ডাবল হ্যাট্রিক করায় সারা বিশ্বের মিডিয়ায় বাংলাদেশ একটি সন্ত্রাসী বোমা-গ্রেনেড হামলা আর তালেবানী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হয়েছে ফলে প্রবাসীরা এই গ্লানী আর লজ্জা নিয়েই চলতে হচ্ছে। বর্তমান সরকারের প্রতি প্রবাসীদের দৃষ্টি যে খুব ভালো তা বলা যাবে না, ফলেই মহিউদ্দিনের জয় যেন প্রবাসীদের আনন্দবন্যার মাত্রটা একটু বেশী বইছিলো। মহিউদ্দিনের জয়ে উত্তর আমেরিকার বাংলা পত্রিকাগুলোতে নবনির্বাচিত নগর পিতাকে অভিনন্দন জানিয়ে রংবেরং এর বিজ্ঞাপন ছাপানো হচ্ছে, হচ্ছে বিজয় সভা। সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো নিউইয়র্কের রাজপথে আয়োজিত হচ্ছে বিজয় র‍্যালী যা এর পুর্বে আর কখনো হয়েছে বলে শুনিনি। চট্টলাবাসীর আনন্দ-বেদনার আর সুখ-দুঃখের সহযাত্রি যিনি উন্নয়নের রূপকার মানুষের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় অভিসিক্ত যে অবিসংবাদিত নেতা তিনিইতো মহিউদ্দিন। মহিউদ্দিনের জয়-জয়কার যেন প্রবাসীদের হৃদয়ে হৃদয়ে ভালোবাসার স্পন্দনে স্পন্দিত।

এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জয়-পরাজয় নিয়ে চলছে তর্ক-বিতর্ক। প্রবাসীরা মন্তব্য করতে শোনা যাচ্ছে তারেক জিয়ার উত্থানে ধ্বস নেমেছে, তিনি তার পিতার নাম ব্যবহার করে সর্বশক্তি আর আবেগ কাজে লাগিয়ে এমন কী জিয়া পরিবারের ঘনিষ্টসদস্য হিসাবে মীর নাসিরকে পরিচয় করিয়ে দিলেও মানুষের মন গলাতে পারেননি। মন্ট্রিয়লের একজন জিয়া প্রেমিকতো ক্ষোভে আর দুঃখে বলে দিলেন 'তারেক জিয়া বললেন মীর নাসির তাদের পারিবারিক সদস্য কিন্তু কিরকমের আত্মীয়তা বা সম্পর্ক তা প্রকাশ করলে ভালো হতো।' মীর নাসিরের পক্ষে জাহান্নামের দল জামাতের নেতা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদী বক্তিতা দিতে গিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি কুটুক্তি করে 'ওম্ শান্তি - ওম্ শান্তি' বলে বক্তিতা শেষ করায় প্রবাসীরা ধিক্কার দিচ্ছেন এই পতিতা বক্তাকে। অনেকেই প্রশ্ন করেছেন সাঈদী কি মীর নাসিরকে ভোটে হারানোর ষড়যন্ত্র করে উন্মাদ হয়ে ধর্মান্তরীত হয়ে গেছেন? না তার শয়তানী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ? অতি সম্প্রতি সাঈদী এক ইসলামী জলসায় তিনি বলেছেন 'ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি কুফরি মতবাদ, বামপ্রন্থি বুদ্ধিজীবীরা কুকুরের চেয়েও খারাপ' এই মন্তব্যে প্রবাসীরা ভীষণ ক্ষেপে সমালোচনা করেছেন 'তা হলে সাঈদী'র পরিচয় হিংস্র

হায়েনার চেয়েও মারাত্মক, তার ছেলে উত্তর আমেরিকায় নারী কেলেংকারী আর মাতাল বলে পরিচিত এই পিতার মুখে এমন কথা শোভা পায়না।' প্রবাসে এসে এই সাঈদী বারবার প্রবাসীদের হাতে লাঞ্চিত হয়ে জুতাবৃষ্টি পেয়েও শিক্ষা নেননি বরং তিনি এবং তার দল ইসলামবিরোধী কাফেরী এবং অহরহ লাগামহীন সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিবুদ্ধির বিরুদ্ধে অসালীন কথাবার্তা বলে যাচ্ছেন। এইতো ক'দিন আগে জামাত নেতা মত্যা রাজাকার বলেছেন তার দল বিএনপির সাথে ঐক্য করেছে এবং ক্ষমতায় আহোরণ করেছে 'ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নয় আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য'। পাঠক ভাবুন কি অদ্ভুত কথা বলছেন এই ধর্ম ব্যবসায়ী মতিউর রহমান নিজামী ফলে প্রবাসেও এই বক্তব্যে প্রবাসীরা ঘৃণা আর ধিক্কার জানাচ্ছে।

দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে ভয়াবহ দুঃশাসনের কারবালা থেকে মুক্তি পেতে হলে সারা দেশের মানুষের মঙ্গল আর বাঁচার মতো অবস্থা সৃষ্টি করতে হলে সারা দেশে জননেতা মহিউদ্দিনের মতো গণজোয়ার সৃষ্টি করে বুলেট নয় ব্যালটের মাধ্যমে স্বৈরাচার মৌলবাদী ঘাতকদের হাত থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে বাঁচানোর জন্য দেশের মানুষের প্রতি প্রবাসীদের আহ্বান প্রতিধ্বণিত হচ্ছে প্রতিটি সভা আর সেমিনারে। জনতার রুদ্ররোষে বুমেরাং হলো চারদলীয় জোটের ষড়যন্ত্র , এক ভয়াবহ কালোরাত অতিক্রম করে শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মোকাবেলা করে গণমানুষের ভালোবাসায় বিজয়ী হলেন ফের চট্টলাবাসীর অভিভাবক হলেন এ সময়ের শ্রেষ্ঠ নায়ক এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী। জয় জয় মহিউদ্দিন, সালাম বীর চট্টলাবাসী, অভিবাদন তোমাদের। হে নগর পিতা, চট্টলার বীর সেনানী, ইতিহাসের কীংবদন্তি এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী আপনি দীর্ঘজীবী হোন মানুষের ভালোবাসা আর শ্রদ্ধায় অনন্তকাল।

মন্ট্রিয়ল এখন শোকের শহর, সভা সমাবেশ, আনন্দ আর উৎসবের শহর, নেতাদের বিনিদ্র রজনী ক্লান্তিময় দিন, বাতাসে উড়ছে কাড়ি কাড়ি ডলার

মন্ট্রিয়লে এখন প্রবাসীদের মধ্যে চলছে প্রতি সাপ্তাহে শোক আর আনন্দের মিশ্র অনুভূতি ভিন্নধারার একাধিক অনুষ্ঠান। মন্ট্রিয়লে এখন উইকেন্ড (শনি-রবিবার) চলছে বিরতীহীন অনুষ্ঠান। প্রবাসীরা কোন অনুষ্ঠানে যাবেন আর কোনটি বাদ দিবেন তা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। একদিকে যখন চলছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের দু'জন বীর সেনানী, স্বাধীনবাংলার স্থাপত্যকার, বাংলাদেশের রাজনীতিতে কীংবনন্তি জন নেতা স্বাধীন বাংলার প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ আর স্বাধীন বাংলার প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জননেতা আব্দুল মান্নানের প্রয়ানে অসংখ্য শোকসভা, চলছে একাধারে চট্টগ্রামের সদ্য বিজয়ী নগরপিতা মহিউদ্দিনের বিজয়ে আনন্দউৎসব ঠিক তখনই বিশাল আয়োজন করা হচ্ছে বিলম্বেও বর্ষবরণ ১৪১২। মন্ট্রিয়ল এখন উৎসব আর সভা-সমাবেশের শহর। প্রবাসীরা এখন অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করার জন্য পাচ্ছেন বিরতীহীন বিভিন্ন সংগঠনের নেতা কর্মীদের ফোন। ব্যক্তিগতভাবেও কেউ কেউ প্রবাসীদের ঘরে ঘরে বাড়িতে গিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছেন।

১লা বৈশাখ ১৪১২-এর প্রথম প্রহরে শুভ নববর্ষ উপলক্ষে মন্ট্রিয়ল শহরে একই সাপ্তাহের উইকেন্ডে হয়েছে পৃথক পৃথক স্থানে প্রায় ১৪টি অনুষ্ঠান। প্রবাসীরা হিমশিম খেতে হয়েছে কোনটিতে যাবেন আর কোন অনুষ্ঠান বাদ দিবেন। এখন বৈশাখের আমেজ চলে গেছে কবেই, জ্যৈষ্ঠে'র বাতাস বইছে তবুও মন্ট্রিয়লের প্রবাসী নেতারা ধরে রাখছেন বৈশাখের আমেজ। জানিনা কতটুকু আন্তরিকতার মধ্যে দিয়ে তবুও অবিশ্বাস্য হলে সত্য আগামী ২১ মে ২০০৫, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪১২ মন্ট্রিয়লের মেঘা সিটিতে অনুষ্ঠিত হবে একই দিনে একই সময়ে শধু পৃথক দু'টি স্থানে বৈশাখী অনুষ্ঠান। ভাড়া করা হয়েছে বিশাল বিশাল অডিটোরিয়াম। বাংলাদেশ থেকে আসছেন প্রায় অর্ধডজন খ্যাতিনামা কণ্ঠ শিল্পীরা। প্রায় ৭০/৮০ হাজার ডলালেরও বেশী বাজেট। প্রবাসীদের মধ্যে সাঁজ সাঁজ রব। যদিও সাধারণ কর্মজীবী প্রবাসীদের মধ্যে এনিয়ে তেমন মাথা ব্যাথা নেই। এসব সাধারণ প্রবাসীরা অনেকেই অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়না আবার যারা যান তারা তাদের নিকটতম স্থানে স্ত্রীসন্তান নিয়ে একটু অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। মন্ট্রিয়লে এরকমের অনুষ্ঠান নতুন নয়। ২০০৩ সালেও মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত মহান ২১ শে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস তথা আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিলো একই দিনে একই সময়ে শুধু পৃথক দু'টি স্থানে বিশাল আয়োজন, বাংলাদেশ থেকে আনা হয়েছিলো খ্যাতিমান শিল্পী। খরচ হয়েছিলো প্রায় বাংলাদেশী টাকায় ৫০ লাখ টাকা। লাভের লাভ কিছুই হয়নি, বাংলাভাষাও প্রতিষ্টিত হয়নি। শুধু নেতাদের কোন্দল আর সংগঠনের বিরুদ্ধে সংগঠন হওয়াতে আয়োজন করা হয়েছিলে এই আয়োজন। ঠিক একই ধারায় চলছে আবারো। 'সম্মিলিত বাংলা নববর্ষ উদযাপন পরিষদ মন্ট্রিয়ল'-এর ব্যানারে লা অলিম্পিক থিয়েটারে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বৈশাখী অনুষ্ঠান আর সেই অনুষ্ঠানে সুদুর স্বদেশ থেকে উড়ে আসছেন খ্যাতিনামা কণ্ঠ শিল্পী কনক চাঁপা, আঁখী আলমগীর, কৃষ্ণ হাবিব আর টুটুল। একই দিনে 'বাংলাদেশ সোসাইটি অব মন্ট্রিয়লে'র উদ্যোগে মন্টর‍্যয়ালের একটি স্কুলের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে শুভ নববর্ষ উপলক্ষে বিশাল অনুষ্ঠান। সেখানেও বাংলাদেশ থেকে উড়ে আসছেন খ্যাতিনামা কণ্ঠ শিল্পী ব্ল্যাক ডায়মন্ড বলে প্রবাসে পরিচিত বেবী নাজনীন এবং যুবার ভালোবাসা খ্যাত শিল্পী তপন চৌধুরী। অপরদিকে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মন্ট্রিয়ল আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারত থেকে আসছেন ভারতের খ্যাতিনামা কণ্ঠ শিল্পী সুস্মিতা দাস ও দ্যি মেলোডি ম্যান বলে

খ্যাত ইন্দ্রনীল সেন। এসব অনুষ্ঠানগুলোতে খরচ হবে বাংলাদেশী টাকায় অর্ধকোটি টাকারও বেশী। আমরা জানিনা এই বৈশাখী অনুষ্ঠানে প্রবাসীরা ফেলেআসা সেই নববর্ষের আমেজ কতটুকু পাবে। অনেক প্রবাসীরা মন্তব্য করছেন এই অনুষ্ঠানগুলো নববর্ষের নামে প্রতারণা, সংগঠনের বিরুদ্ধে সংগঠন, নেতার বিরুদ্ধে নেতারা প্রবাসীদেরকে ঐক্যের বদলে অনৈক্যের পথে চালাচ্ছেন। তাদের সৎ উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত বাংলা নবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হলে কোনক্রমেই একই দিনে একই সময়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন না।

মন্ট্রিয়ল ১৪.৫.২০০৫
সদেরা সুজন ফ্রিল্যান্স সংবাদপত্র কর্মী।